358

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...MAY 29 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪ .....

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী দেয় বেতনের অংশ প্রদান নিয়মিতকরণ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ সরকার বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারী সবার জন্য স্কেল অনুযায়ী বেতনের একটা অংশ দিয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে এমন পর্যায়ভুক্ত যে, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী শুধু সরকারী দেয় বেতনের ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় সরকারী দেয় বেতনের অংশ নিয়মিত না হওয়ায় কি যে দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করে থাকেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ সাহেবের আমলে শিক্ষকদের বেতনপ্রাপ্তি একটা নিয়মে এসেছিল। বর্তমান সরকার দুই ঈদে অগ্রিম বেতন প্রদান করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, প্রায় দু'টি মাস অতিবাহিত হতে যাচ্ছে এখনও কোন বেতনের খবর নেই। গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষকদের প্রতি এমন অবহেলা খুবই দুঃখজনক। সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ শিক্ষকদের প্রতি বেশ মর্যাদা দিয়ে থাকে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও অন্যান্য দেশে শিক্ষকগণ বেশ সম্মান পেয়ে থাকেন। এদেশে শিক্ষকদের কোন উন্নয়ন বা মর্যাদা বৃদ্ধির প্রসংগ আসলে মন্ত্রী-সচিব তথা অন্য কর্মকর্তারা এমন আচরণ পোষণ করে থাকেন যাতে মনে হয় না তারা কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছেন। যা হোক আমি বলতে চাচ্ছি বেসরকারী শিক্ষকদের অবস্থা তীর্থের কাকের মত না করে নিয়মিত বেতন প্রদান করা হোক। প্রতি মাসের বেতন যাতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা হোক। কেননা, এ বেতন তো সরকারকে দিতেই হয়, তবে একটা নিয়ম করতে আপত্তি কোথায়? সাথে সাথে এও বলতে চাই, ১৯৯৯ সালের এপ্রিল ও মে মাসের বেতন যাতে শিক্ষক-কর্মচারীগণ আগামী জুন মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই পান। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ আশরাফুল ইসলাম,
সহকারী অধ্যাপক,
সমাজকল্যাণ বিভাগ,
মুড়াপাড়া কলেজ, মুড়াপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।